[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে মানবপাঁচার মামলার আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের র্যাব-১২, সিপিসি-৩ কোম্পানী কমান্ডারের অভিযানে মানবপাঁচার মামলার এজাহারনামীয় পালাতক আসামি মোঃ আমিরুল ইসলাম
(৪২) গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি সাকিনস্থ চারচারা বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামি মোঃ আমিরুল ইসলাম (৪২) গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের মৃত রঞ্জিত মন্ডলের ছেলে।

মেহেরপুর র্যাব-১২, সিপিসি-৩ কোম্পানী কমান্ডার এএসপি মোঃ মনিরুজ্জামান নেতৃতে একটি চৌকষ আভিযানিক দল গাংনী উপজেলার সাহারবাটি সাকিনস্থ চারচারা বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

আসামি মোঃ আমিরুল ইসলাম এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের ১৪০-১৫০ জন ছেলের অবিভাবকদের নিকট থেকে ৪,৮০,০০০/- টাকা হতে ৫,০০,০০০/- টাকা নিয়ে ভাল কাজ দিবে বলে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। মালয়েশিয়ায় পাঠানোর পরে তাদের কাজ না দিয়ে উল্টো তাদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবি করত। এসময় তাদের পরিবারের লোকজন গাংনী থানার মামলা নং-৩২, তারিখ-২৮/০২/২৪ ইং, ধারা- মানবপাঁচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ এর ৬/৭/৮/৯ মানবপাঁচার মামলা করে। ঐই মামলায় গ্রেফতারকৃত আসামি মোঃ আমিরুল ইসলামকে ০৪নং আসামী করা হয়।

পরে গ্রেফতারকৃত আসামিকে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে মাদক মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মাদক মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো: কাবেল হোসেন ওরফে কাবিল (৬০) গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাত সাতটার দিকে তার নিজ বাড়ি হাড়াভাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত কাবিল গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ফরাজীপাড়া এলাকার মৃত আমির ফরাজীর ছেলে।
গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দীর নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) আলী শেখ ও সঙ্গীয় ফোর্স গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

কাবেল হোসেন ওরফে কাবিলের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার মামলা ৩৭ নম্বর মামলা, তারিখ ২৯/০৮/১৮ মামলায় কুষ্টিয়ার জেলা ও দায়রা জ্বজ আদালতের বিচারক তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমান করেন। ওই সময় থেকে পলাতক ছিলেন কাবেল হোসেন।

গ্রেফতাকৃত কাবেল হোসেনকে আজ সোমবার সকালের দিকে কুষ্টিয়া আদালতে নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে ধ*র্ষ*ণ মামলার আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে ধর্ষণ মামলার এজাহারনামীয় পালাতক আসামীকে আটক করেছে গাংনী র্যাব সিপিসি ১২ র একটি দল। গতকাল শনিবার (২ ডিসেম্বর)

রাত ১১ টার দিকে মেহেরপুর কলেজ মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে আবু রায়হান(২৮) কে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামী আবু রায়হান(২৮) রাজশাহী লাউবাড়িয়া গ্রামের মোঃ ওয়াজেদের ছেলে।

গাংনী র্যাব সিপিসি ১২ ক্যাম্পের কোম্পানীর কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, অতিরিক্ত ডিআইজি (অধিনায়ক র্যাব-১২) মোঃ মারুফ হোসেন পিপিএমের নির্দেশনায় গতকাল শনিবার (২ ডিসেম্বর) রাত ১১ টার দিকে গোপন সাংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর থানার কলেজ মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাজশাহীর বাগমারা থানার মামলা নং-০৬, তারিখ-১০/১১/২৩ ইং, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী/২০২০) এর ৯(১) নিমিত্তে ধর্ষণ মামলার এজাহারনামীয় আসামীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই ।

আজ রবিবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামীকে রাজশাহী বাগমারা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে অমিতাভ সাহা হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার

ঝিনাইদহের আলোচিত অমিতাভ সাহা হত্যা মামলার এজাহার নামীয় প্রধান আসামী রাজলু হোসেন ওরফে রাজুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল রবিবার মেহেরপুর জেলার ভারতীয় সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত রাজলু সদর উপজেলার হাটগোপালপুর এলাকার মুনাব্বর হোসেনের ছেলে।

এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন ঝিনাইদহের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গত ৩ সেপ্টেম্বর শহরের ধোপাঘাটা ব্রীজ এলাকা থেকে অমিতাভ সাহা নামের এক যুবককের অর্ধগলিত বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী দাবীকৃত

তিশা নন্দী বাদী হয়ে রাজলু হোসেন ওরফে রাজুকে প্রধান আসামী করে সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার হলে দেশজুড়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়। এরই প্রেক্ষিতে পুলিশের একাধিক টিম হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন ও আসামীদের ধরতে অভিযান শুরু করে। গতকাল রাতে মেহেরপুরের ভারতীয় সীমান্ত থেকে আসামী রাজুকে গ্রেফতার করা হয়। তবে মামলার অধিকতর তদন্তের স্বার্থে হত্যাকাণ্ডের রহস্য এখনি বলা যাচ্ছে না।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি শাহীন উদ্দিনসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঝিনাইদহে যুবকের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় আসামি গ্রেফতার

ঝিনাইদহে গলা কাটা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে ঘটনার আলামত জব্দ করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (৭ জুলাই) এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান।

তিনি জানান, গত ৩ জুলাই পোড়াহাটির আড়ুয়াকান্দি গ্রামের পাটক্ষেত থেকে এক যুবকের গলা কাটা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার ওই লাশের মাথা শরীর থেকে আলাদা ছিল। লাশটি উদ্ধারের সময় এর পাশ থেকে সিগারেট, বিস্কুট ও যৌন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, মামলার তদন্তে জানতে পারি মূলত এলাকায় দুটি মোবাইল চুরি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে। গতকাল রাত ১টার দিকে উদয়পুর গ্রামের মনির মোল্ল্যাকে (১৯) শহরের বিসিক এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। আসামি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে।

তার দেওয়া তথ্যমতে-গ্রামের মোবাইল চুরির ঘটনায় দোষ দেওয়ায় আসামি মনির প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে সাকিবকে হত্যা করে। সেখানে তার জবানবন্দি মোতাবেক হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দা, গামছা, লুঙ্গি জব্দ করে পুলিশ। অসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযান, ১০ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১০ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়। এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ২ আসামি রয়েছে।
মঙ্গলবার দিবাগত রাতভর আজ বুধবার (৫ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ বুধবার (৫ জুলাই) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে অপহরণ ও চুরির মামলার ২ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে চুরির মামলার ১ আসামি ও অপহরণ মামলার ১ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মৃত দুলাল হোসেনের ছেলে মো: রানা (২০) ও বাওট গ্রামের জোয়াদ আলীর ছেলে সাগর (২১)।

গতকাল রবিবার দুপুরের দিকে গাংনী থানা ও ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ি পৃথক অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন জানান, গাংনী থানার অপহরণ মামলা নং ২৩(৬)২৩ নং মামলার এজাহার নামীয় আসামি সাগরকে সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তি¦তে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এদিকে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের আইসি উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ওই গ্রামের মৃত দুলাল হোসেনের ছেলে মো: রানাকে গ্রেফতার করা হয়। তার নামে গাংনী থানার মামলা নং ১৯(৫)২৩।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গ্রেফতারকৃত দুজনকে গতকাল রবিবার বিকালের দিকে আদালতে সোপদর্ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে থানা পুলিশের

অভিযানে ৮ জন আসামি গ্রেফতার

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে থানা পুলিশ গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত ৮ আসামিকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

এদের মধ্যে এস সি ২২/২২ ভবানীপুর গ্রামের আবুল কালামের ছেলে জহুরুল ইসলাম, জিআর ৬৯/২০ আনন্দবাস গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে হিলটন আলী, জি আর ১৫/২০, বাগোয়ান গ্রামের আব্দুল হান্নান খানের ছেলে মনিরুল ইসলাম ওরফে ময়না, সি আর ১১৯/২৩ কোমরপুর গ্রামের মৃত মুরাদের ছেলে মোহাম্মদ আলী, সি আর ১১৯/২৩ কোমরপুর গ্রামের মোহাম্মদের ছেলে সাইফুল ইসলাম, সি আর ১১৯ /২৩ কোমরপুর গ্রামের মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন, সি আর ১১৯/ ২০ কোমরপুর গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম এবং মুজিবনগর থানার নং-৮ মামলার এজাহারভুক্ত আসামী মহাজনপুর গ্রামের খেদের আলীর ছেলে রহিদুল ইসলাম গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশের একাধিক টিম।

গ্রেফতার কৃত আসামিদের শুক্রবার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীর আব্দুল আলীম হত্যা মামলায় পিতা-পুত্র গ্রেফতার

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে গাংনীর পল্লী মহম্মদপুর গ্রামের ভ্যান চালক আব্দুল আলীম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি সেন্টু ও ৬ নং আসামি তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদুকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আজ শুক্রবার (১২ মে) দুপুরের দিকে তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে

বৃহস্পতিবার(১১ মে) বিকালের দিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার কাতলামারী গ্রামে তার আত্মীয় বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত সেন্টু মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি এবং তার পিতা সাইদুল ইসলাম ওরফে সাদু এই মামলার ৬ নং আসামি।
গত মাসের শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) সকালে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মহাম্মদপুর গাইন পাড়া এলাকায় বিরোধপূর্ণ জমিতে আব্দুল আলীমকে হত্যা করে।

গত মাসের (২৮ এপ্রিল) সকালে চাচা খলিলুর রহমানকে দিয়ে আব্দুল আলীমকে মাঠে ডেকে নিয়ে যায়। যেখানে আব্দুল কাদেরের ছেলে বান্টু, আব্দুল হান্নান, সুদু ও তার ছেলে সেন্টু, আব্দুল হান্নানের ছেলে রাশেদ, ইঞ্জিনিয়ার রাসেল আহম্মেদ দেশিয় অস্ত্র হাসুয়া, রামদা, ফলা, ঢাল নিয়ে সেই জমিতে আগে থেকে ওঁত পেতে থাকে। আব্দুল আলীম ওই মাঠে পৌঁছানো মাত্রই তারা সবাই মিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করে চলে যায়।
এই ঘটনায় নিহতের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা হওয়ার কয়েক দিন পর আব্দুল হান্নানকে গ্রেফতার করেন গাংনী থানা পুলিশ। এনিয়ে ৩ আসামি গ্রেফতার হলো।